দৈনিক খবর

তারিখ ... 22 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

মতামত

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলোর মধ্যে একটি চির সত্য বাক্য হল 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। আজকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাকালে দেখা যাবে সেই চির সত্য প্রবাদ বাক্যটি এক শ্রেণীর মানুষ দ্বারা কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে আছে।

শিক্ষা 'মানব জীবনের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক অধিকার। বর্তমানে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে মনে করে থাকেন। একজন শিক্ষক যদি দিনে-রাতে মিলিয়ে ৪/৫টি ব্যাচে প্রাইভেট পড়িয়েও ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারেন তবে অবশ্যই সেই শিক্ষকটিকে অতি মানবই বলতে হবে। একজন মানুষের পক্ষে আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করাতো দূরের কথা, একটি যন্ত্রমানবের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। তাই সহজেই অনুমেয় যে, এই পরিশ্রমী শিক্ষকটি কোথাও না কোথাও অবশ্যই ফাঁকি দিয়ে থাকেন। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রতিমাসে তিন-চারশ' টাকা করে মাসোহারা প্রদান করে যে ছাত্রটি প্রাইভেট পড়ছে তাকে পাঠদানে ফাঁকি দেয়া শিক্ষকটির পক্ষে সম্ভব হয় না ৪/৫টি ব্যাচে প্রাইভেট পড়িয়ে একজন শিক্ষকের পক্ষে তারই মূল কর্তব্য মহাবিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যয়নরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান দান করার মত মন মানসিকতা আর থাকে না। তাই সেই ক্লান্ত শ্রান্ত শিক্ষকটি মূল কর্তব্যের ব্যাপারেই দায়িত্বহীন হয়ে পড়েন। শিক্ষাঙ্গন হয় পরিশ্রান্ত শিক্ষকদের জন্য বিশ্রামাগার।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আমাদের সমাজেরই বেশ কয়েকজন আদর্শ শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানরত শিক্ষক বা অধ্যাপকের লেকচার নিয়মিত অনুসরণ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পরীক্ষায় পাস করা কোন মতেই অসম্ভব হত না। তখনকার সময়ে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তবান ব্যক্তির পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা দু'একটি বিষয়ে প্রাইভেট পড়তেন ঠিকই, তবে পরীক্ষায় পাসের জন্য নয়, বরং পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার আশায়। সেই সব নমস্য শিক্ষকদের আমরা দেখেছি মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ে পাঠ দানের উদ্দেশ্যে গমনের পূর্বে নিজেরা বাসায় অথবা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কক্ষে বসে, যে বিষয়ে তিনি ক্লাস নিতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে তিনি জ্ঞান আহরণ করে নিচ্ছেন। যা আজকের দিনে অভাবনীয়ই নয়, অচিন্তনীয়ও বটে। তখনকার যুগের একজন শিক্ষক শুধু বিদ্যাশিক্ষাই দান করেননি বিদ্যার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনকে সংস্কৃতির প্রধান বিচরণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হত বাৎসরিক নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা পুরস্কার বিতরণীর মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে রাখা হতো সাপ্তাহিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এতে করে বিদ্যার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটত। অথচ আজকের দিনে সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে এই ব্যবস্থা আকাশ-কুসুম চিন্তা মাত্র। তৎকালীন সময়ের শিক্ষকগণ বিদ্যাদানে, সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজসেবার মত মানবহিতৈষণামূলক কাজের সাথেও নিজেদের জড়িত রাখতেন। এইসব নিবেদিত প্রাণ প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকরা ছিলেন জাতির গৌরব। তারা ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। যারা জীবিত অবস্থায় কপর্দকহীনভাবে সংসার নির্বাহ করতেন, তারা তাদের নিজেদের কথা ভাবতেন না। তারা ভাবতেন অন্যদের কথা। এমন উদাহরণও আমাদের দেশে রয়েছে দরিদ্র অভাবক্লিষ্ট ও মেধাবী বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জনের উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজে কষ্ট করেও সেই মেধাবী দরিদ্র ছাত্রটিকে শিক্ষার উপকরণ ক্রয় করে দিয়েছেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে সে ছাত্রটিকে জ্ঞান দান করেছেন।

এইভাবে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রটিকে সাহায্য তথা জ্ঞান দান করে তিনি ছাত্রদের মেধার বিকাশ সাধনে সাহায্যই করেননি বরং একটি মেধার অকালমৃত্যু রোধ করে সমাজ তথা দেশকে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় নক্ষত্র উপহার দিয়েছেন। যুগে যুগে এমনি পরোপকারী নমস্য শিক্ষকদের আমাদের সমাজে যেমন আগমন ঘটেছে, তেমনি তারা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এ পৃথিবী থেকে চলেও গেছেন। কিন্তু তারা আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনুকরণীয় বেশ কিছু উদাহরণ। তখনকার দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের। অথচ দীর্ঘদিনের ব্যবধানে নয় মাত্র, তিনটি দশকের স্বল্প ব্যবধানেই সেই সুমধুর সম্পর্কটি এমন এক পর্যায়ে নেমে এসেছে যা কল্পনাতীত। আজকের আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক বিরাজমান। বিগত দিনের আদর্শ শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান ছিল সাদাসিধে ধরনের। তাদের জীবনে প্রাচুর্য ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তাদের পরিধেয় পোশাক ছিল মলিন ও জড়োচিত। অনেক শিক্ষকের পায়ে শোভা পেত ছিন্ন পাদুকা। তবুও তারা ছিলেন সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এসব জননন্দিত শিক্ষকদের জীবন সায়াহ্নের দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়েছে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। তবুও তাদের মনে সমাজ বা দেশের প্রতি অনীহা বা গ্লানি বোধের সৃষ্টি হয়নি। কারণ তারা ছিলেন জ্ঞানযুদ্ধের বিজয়ী স্থপতি বা বীরত্বের প্রতীক। সমাজ সেবায় নিবেদিত এসব প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষাগুরুদের স্মৃতিচারণ করলে দেখা যাবে তাদের অনেকেরই মহাপ্রয়াণের পর নিজের রেখে যাওয়া অর্থে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। এমনকি তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও তিনি কোন সম্বল রেখে যেতে পারেননি। তবুও তাদের স্মৃতি সমাজের প্রতিটি স্তরে অমর হয়ে রয়েছে। এসব সমাজ সেবক শিক্ষকদের অনেক কীর্তি আমাদের সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে একটি মহতি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়, সেটি হল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করে ছাত্র জীবনের সতীর্থদের সাথে ভাব বিনিময় করা বা একে অপরের কর্মজীবন ও সংসার জীবনের খোঁজখবর নেয়াই এ আয়োজনটির মূল লক্ষ্য। এ আয়োজনের মূল লক্ষ্যটি যে অতি মানবিক তা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ মহতি উদ্যোগটির পাশাপাশি যদি প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণে একটি স্মরণিকা সভা বা তাদের আদর্শ ও সেবামূখী শিক্ষাদানের কৌশলকে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তবেই হয়তো সেই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে।

আজ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দেশের পুরোকালের শিক্ষালয়গুলোর পাশাপাশি, শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষালয়। সাথে সাথে শিক্ষকদের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে সুযোগ-সুবিধা ও বেতন-ভাতা ইত্যাদি। এতসব সুযোগের পরও দেশের শিক্ষকরা যেন তুষ্ট হতে পারছেন না। শিক্ষাবিদদের উচ্চাভিলাষ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেন দিনদিন এক নৈরাজ্যের অমানিশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বর্তমানে শিক্ষার মান এক নাজুক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ মৌলিক অধিকারটি আজ দেশের এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু, প্রচুর বৈভবের মালিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর শিক্ষকের নিষ্ঠুর হাতে যেন জিম্মি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ মহলটি বাজারের পণ্যের মত বিক্রি করে চলেছেন। একজন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা একজন সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক দেশের প্রচলিত সরকারী, সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পরও তাদের আরো অর্থের প্রয়োজন। আর সেই অধিক অর্থের প্রয়োজনে তাদের ৪/৫টি ব্যাচে প্রাইভেট পড়িয়েও যেন তাদের অর্থলিপ্সু মনের অর্থ পিপাসা মেটে না। তাই বিকল্প হিসেবে এরা ব্যবসার সাথেও জড়িয়ে পড়েন। এই সব উচ্চাভিলাষী শিক্ষকদের ব্যবসাগিরির হাজারো প্রমাণ রয়েছে। সরকারী চাকরিবিধি অনুযায়ী কোন সরকারী কর্মচারীর তিনবছরের অধিক সময় একই স্থলে চাকরিতে বহাল থাকার নিয়ম না থাকলেও এসব শিক্ষকগণ ১৮/২০ বছর একই কর্মস্থলে চাকরি করে যাচ্ছেন। এটা কি করে সম্ভব আমাদের বোধগম্য নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, একই মহাবিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করা গেলে সেই শিক্ষকটির অভিজ্ঞতা অধিক বলে বিবেচিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা সেই শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়তে অধিক উৎসাহী হয়ে পড়ে। এটা বাস্তবে প্রমাণিত। দীর্ঘদিন একই স্থলে চাকরি করে এসব সরকারী শিক্ষকগণ স্থানীয় রাজনীতির সাথেও নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে সংকোচ বোধ করেন না। যেহেতু দেশে ছাত্রদের রাজনীতি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনেই ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি বহুমত বা দলের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকায় মাঝে মধ্যেই অনাকাঙ্খিত নৈরাজ্যেরও সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই নৈরাজ্যের পেছনে এই সব দীর্ঘস্থায়ী চাকরিজীবী শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এসব অনাকাঙ্খিত কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান দিন দিন যে অনেক নীচে ধাবিত হচ্ছে তা গত এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের চারটি বোর্ডের পাশের হার দেখলেই আঁচ করা যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো দেশের সমস্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের সমাজে এখনো এমন অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু রয়েছেন যারা শিক্ষাদানের ব্যাপারটা একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন। বর্তমানে আমাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষা নীতি চালু হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে দেশের নিরক্ষর মানুষগুলোকে অক্ষর জ্ঞান দান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এই মহতি উদ্যোগটির সাফল্য আমাদের সবার কাম্য।

পরিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে যারা ব্যবসা শুরু করেছেন তারা শুধু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদন্ডই ভেঙে দিয়ে ক্ষান্ত হননি। তারা তাদের মানবিক বোধকেও বিসর্জন দিতে বসেছেন। শিক্ষা একটি মহান পেশা। এ মহান পেশায় শুধু তাদেরই আসা উচিত যাদের মন মানসিকতাকে উচ্চাভিলাষের মত একটি ধ্বংসাত্মক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রাস করতে না পেরেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিক উন্নত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষকদেরই হতে হবে সেবামুখী, অর্থমুখী নয়। দেশের শিক্ষাদানকারী জ্ঞানীজন অর্থমুখী হওয়ার পরিবর্তে যদি সেবামুখী হন তবেই দেশের শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। নচেৎ শিক্ষা ব্যবস্থা এক নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছবে।

–অমর সাহা
প্রধান সড়ক
মাদারীপুর।